বণিক বার্তা
17 NOV 2025

গত সপ্তাহে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম বেড়েছে

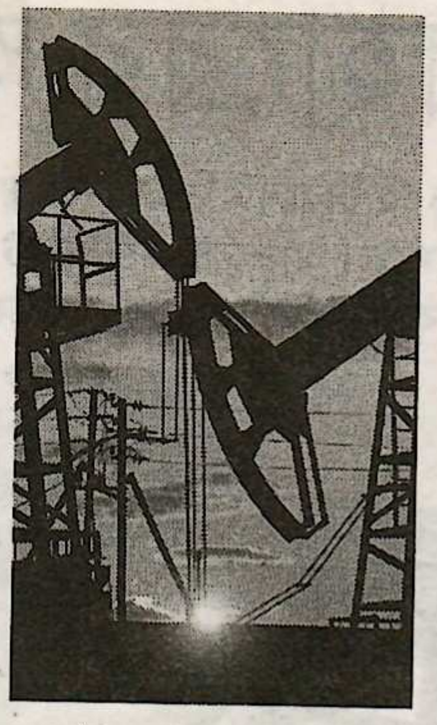

ব্রেন্টের দাম গত শুক্রবার ব্যারেলপ্রতি ১ ডলার ৩৮ সেন্ট বা ২ দশমিক ১৯ শতাংশ বেড়েছে। প্রতি ব্যারেলের মূল্য নেমেছে ৬৪ ডলার ৩৯ সেন্টে। এ সময় ডব্লিউটিআইয়ের দাম পৌঁছে ব্যারেলপ্রতি ৬০ ডলার ৯ সেন্টে, যা আগের দিনের তুলনায় ১ ডলার ৪০ সেন্ট বা ২ দশমিক ৩৯ শতাংশ বেশি

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

ইউক্রেনের ড্রোন হামলা রাশিয়ার জ্বালানি কেন্দ্র নভোরোসিস্কের একটি ডিপোতে আঘাত হেনেছে। এরপর বন্দরটি জ্বালানি তেল রফতানি স্থগিত করার ঘোষণা দেয়। এর প্রভাবে গত সপ্তাহের লেনদেনের শেষদিনে বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম বেড়েছে ২ শতাংশের বেশি। এছাড়া গত সপ্তাহজুড়েও তা ঊর্ধ্বমুখী ছিল। খবর রয়টার্স।

অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের আন্তর্জাতিক বাজার আদর্শ ব্রেন্টের দাম গত শুক্রবার ব্যারেলপ্রতি ১ ডলার ৩৮ সেন্ট বা ২ দশমিক ১৯ শতাংশ বেড়েছে। প্রতি ব্যারেলের মূল্য নেমেছে ৬৪ ডলার ৩৯ সেন্টে। এ সময় মার্কিন বাজার আদর্শ ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েটের (ডব্লিউটিআই) দাম পৌঁছে ব্যারেলপ্রতি ৬০ ডলার ৯ সেন্টে, যা আগের দিনের তুলনায় ১ ডলার ৪০ সেন্ট বা ২ দশমিক ৩৯ শতাংশ বেশি। সপ্তাহজুড়ে ব্রেন্ট ও ডব্লিউটিআইয়ের মূল্যবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ১ দশমিক ২ ও দশমিক ৬।

রাশিয়ার কর্মকর্তারা জানান, শুক্রবারের ওই হামলায় বন্দরে থাকা একটি জাহাজ, আবাসিক ভবন এবং একটি জ্বালানি তেলের ডিপো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া জাহাজের ক্রুদের মধ্যে তিনজন আহত হয়েছেন।

প্রাইস ফিউচার্স গ্রুপের সিনিয়র বিশ্লেষক ফিল ফ্লিন বলেন, 'রুশ টার্মিনালে আঘাতটি বড় ধরনের এবং আগের হামলাগুলোর তুলনায় এর প্রভাব বেশি বলে মনে হচ্ছে।'

শিল্পসংশ্লিষ্ট সূত্র অনুযায়ী, হামলার পর রাশিয়ার নভোরোসিস্ক বন্দর দৈনিক ২২ লাখ ব্যারেল বা বৈশ্বিক সরবরাহের ২ শতাংশ সমপরিমাণ জ্বালানি তেল রফতানি স্থগিত করেছে। একই সঙ্গে রুশ পাইপলাইন অপারেটর ট্রান্সনেফটও ওই টার্মিনালে অপরিশোধিত জ্বালানি তেল সরবরাহ বন্ধ করেছে। ইউবিএসের কমোডিটি অ্যানালিস্ট জিওভানি স্তাওনোভো বলেন, 'হামলার তীব্রতা বেড়েছে। আগের তুলনায় ঘনঘন আক্রমণ ঘটছে। এছাড়া দীর্ঘস্থায়ী বিঘ্ন তৈরি করবে, এমন কিছুতেও আঘাত হানতে পারে।'

ইউক্রেন জানিয়েছে, দেশটি শুক্রবার ভোরে রাশিয়ার সারাতভ অঞ্চলের একটি জ্বালানি তেল শোধনাগার এবং কাছের এঙ্গেলস এলাকার একটি জ্বালানি মজুদ স্থাপনায় হামলা চালিয়েছে।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

আরএমজি | মো. মহিউদ্দিন রুবেল

তৈরি পোশাক খাতে কারখানা বন্ধের কারণ অনুসন্ধান জরুরি

বর্তমানে আরএমজি খাতের বিশেষ এক আলোচনার বিষয় হলো কতগুলো কারখানা বন্ধ হয়েছে এবং এর পেছনের কারণ। কিছু বিষয় আসলেই খোলামেলাভাবে আলোচনা করলে হয়তো সবার ধারণা আরো স্পষ্ট হবে এবং নীতিনির্ধারকদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে সহায়ক হবে।

প্রথমত, কোনো দেশই একক শিল্পের ওপর স্থায়ীভাবে নির্ভরশীল হতে পারে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা যেমন গড়ে ওঠে, ঠিক তেমনি সময়ের সঙ্গে তা আবার বিলীনও হয়। যে দেশ যত বেশি লাভজনক ইন্ডাস্ট্রিগুলোকে দীর্ঘমেয়াদে টেনে রাখতে পারবে, তার উপকার তত বেশি হবে। তবে এ উপকার পাওয়া বা টেনে রাখা সহজ নয়; এর জন্য দরকার সঠিক পদক্ষেপ, পরিকল্পনা ও নীতিসহায়তা—যা করতে হবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে। আমাদের দেশের ক্ষেত্রে সেই ভূমিকা পালন করবে সরকার এবং সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলো।

সরকার ও সংগঠন উভয়কেই মনে রাখতে হবে যে তারা বা তাদের প্রতিনিধি দল পরিবর্তনশীল, তবে তাদের পদক্ষেপ, পরিকল্পনা ও প্রণীত নীতিসহায়তাগুলো দীর্ঘমেয়াদি, বাস্তবসম্মত ও লক্ষ্যভিত্তিক হতে হবে। এর সঠিক প্রয়োগ পোশাক কারখানা বন্ধের সংখ্যা বাড়াতে বা কমাতেও পারে।

> একটি মাত্রায় কারখানা বন্ধ হবেই, কারণ এটি শুধু বাণিজ্যিক ক্ষতি বা লাভের ওপর নির্ভর করে না; রাজনৈতিক, মালিকের কৌশলগত ও প্রশাসনিক কারণও থাকতে পারে। তবে যদি কোনো কারখানা সঠিক নীতি ও সহায়তার অভাবে বন্ধ হয়, তা দুঃখজনক। সুতরাং এসব ক্ষেত্রে খতিয়ে দেখা উচিত—কারখানাগুলো কি সঠিক পরিচর্যা ও সহায়তার অভাবে বন্ধ হচ্ছে

প্রায় দেখা যায় সরকার এবং ইন্ডাস্ট্রিসংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলো বিপরীতমুখী অবস্থান নেয়। সরকার মনে করে তাদের পদক্ষেপ সঠিক এবং বাস্তবসম্মত; পক্ষান্তরে ইন্ডাস্ট্রি মনে করে তাদের কাঙ্ক্ষিত চাহিদা অনুযায়ী নীতিমালা প্রণয়ন বা বাস্তবায়ন হচ্ছে না। সত্যিকার অর্থে এ দুই পক্ষের আশা এবং বাস্তবায়নের সম্পূর্ণ মিল কখনই শতভাগ হবে না। কারণ সরকার সামগ্রিক অর্থনীতি ও দেশের স্বার্থ বিবেচনায় সিদ্ধান্ত নেয়, আর ইন্ডাস্ট্রি চাইবে তাদের বাণিজ্যিক লক্ষ্য পূরণের জন্য যত বেশি সহযোগিতা পাওয়া যায়। মূল বিষয় হলো, দুই পক্ষকেই এমন একটি যৌথ অবস্থানে আসতে হবে যেখানে দেশ, অর্থনীতি, সেক্টর এবং সংশ্লিষ্ট সব জনগণ উপকৃত হয়; এটি হতে পারে শ্রমিক বা মালিক উভয়ের জন্য।

দেশের অনেক শিল্প-কারখানা বন্ধ হচ্ছে, এটি অস্বীকার করার উপায় নেই। আবার নতুন কারখানাও আসছে এবং পুরনোগুলো যারা ভালো করছে তারা তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়াচ্ছে। তবে সমস্যার মূল

ও সহায়তার অভাবে বন্ধ হয়, যা দুঃখজনক। সুতরাং এসব ক্ষেত্রে খতিয়ে দেখা উচিত—কারখানাগুলো কি সঠিক পরিচর্যা ও সহায়তার অভাবে বন্ধ হচ্ছে। নতুন কারখানা আসার মানেই দেশের সেক্টর এগিয়ে যাচ্ছে তা বলা যায় না; এগুলো দেশের অর্থনীতি ও ভবিষ্যৎ লক্ষ্য কতটা পূরণ করছে তা মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

কারখানা যদি অধিক হারে বন্ধ না হয়, তবে বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ, কর্মসংস্থান এবং বাজার স্থিতিশীল থাকবে। নতুন কারখানা যোগ হলে আরো কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের সুযোগ তৈরি হবে। তবে নতুন কারখানাগুলো কি দেশের সেক্টরের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য অনুযায়ী আসছে, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। বাংলাদেশের পোশাক শিল্প প্রাথমিকভাবে সস্তা শ্রমের ওপর ভিত্তি করেছিল, কিন্তু আজকের বাজারে শুধুই এটি যথেষ্ট নয়। খরচ বৃদ্ধি ও বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হলে পণ্যের বৈচিত্র্য, নতুন উদ্ভাবন, বাজার সম্প্রসারণ এবং পশ্চাৎ শিল্পের উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

বর্তমান তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে অধিকাংশ নতুন কারখানা প্রথাগত পণ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ, যা দেশের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য পূরণে সহায়ক নয়। অপরিকল্পিতভাবে বাজারে আসার ফলে অতি প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয় এবং ক্রেতারা সঠিক মূল্য দিতে ব্যর্থ হন। এতে কারখানাগুলো আর্থিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। অন্যদিকে যারা বৈচিত্র্যকরণ ও ভবিষ্যৎ চাহিদার সঙ্গে মিল রেখে কার্যক্রম চালাচ্ছেন, তাদের টিকে থাকার হার বেশি এবং সেক্টরের জন্যও উপকারী। সরকার ও বেসরকারি সংগঠনগুলো নতুন লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে তদারকি করতে পারে এবং উদ্যোক্তাদের সঠিক পরিকল্পনা করতে সাহায্য করতে পারে।

বাংলাদেশে পোশাক শিল্প এরই মধ্যে প্রায় ৪৫ বছরের পরিপক্ব শিল্প। তাই আমাদের এখন সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে কারখানার গুণগত মান নিশ্চিতকরণে, সংখ্যার পরিবর্তে। নতুন লাইসেন্স দেয়ার আগে উদ্যোক্তা এবং ব্যবস্থাপনা টিমকে যথাযথ প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রস্তুত করা উচিত। এমনকি যদি কারখানা আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেশন না রাখে, তার পরিচালনা, উৎপাদন পদ্ধতি এবং ব্যবস্থাপনা দক্ষতা যথাযথ হতে হবে। এটি শুধু কারখানার টিকে থাকার সম্ভাবনা বাড়াবে না, বরং দেশের পোশাক শিল্পকে আরো স্থায়ী ও প্রতিযোগিতামূলক করবে।

অতএব বিশ্ববাজারে চাহিদা হ্রাস, ক্রেতাদের কৌশল পরিবর্তন এবং সার্কুলার ইকোনমি ও স্থায়িত্বের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় আমাদের প্রয়োজন একটি কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা। সরকার এবং শিল্প সংগঠনগুলোর যৌথ উদ্যোগে একটি 'ইন্ডাস্ট্রি হেলথ মনিটরিং সেল' গঠন করা যেতে পারে, যা নিয়মিতভাবে কারখানার অবস্থা, ঝুঁকি, সুযোগ এবং প্রয়োজনীয় নীতিসহায়তার দিকগুলো পর্যবেক্ষণ করবে।

সবশেষে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প যদি টিকে থাকতে এবং ভবিষ্যতের প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যেতে চায় তবে নীতি, পরিকল্পনা ও বাস্তবতার সমন্বয়ে এগোতে হবে। প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ, আর্থিক সহায়তা

বণিক বার্তা

17 NOV 2025

17 NOV 2025

বর্তমানে আরএমজি খাতের বিশেষ এক আলোচনার বিষয় হলো কতগুলো কারখানা বন্ধ হয়েছে এবং এর পেছনের কারণ। কিছু বিষয় আসলেই খোলামেলাভাবে আলোচনা করলে হয়তো সবার ধারণা আরো স্পষ্ট হবে এবং নীতিনির্ধারকদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে সহায়ক হবে।

প্রথমত, কোনো দেশই একক শিল্পের ওপর স্থায়ীভাবে নির্ভরশীল হতে পারে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা যেমন গড়ে ওঠে, ঠিক তেমনি সময়ের সঙ্গে তা আবার বিলীনও হয়। যে দেশ যত বেশি লাভজনক ইন্ডাস্ট্রিগুলোকে দীর্ঘমেয়াদে টেনে রাখতে পারবে, তার উপকার তত বেশি হবে। তবে এ উপকার পাওয়া বা টেনে রাখা সহজ নয়; এর জন্য দরকার সঠিক পদক্ষেপ, পরিকল্পনা ও নীতিসহায়তা—যা করতে হবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে। আমাদের দেশের ক্ষেত্রে সেই ভূমিকা পালন করবে সরকার এবং সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলো।

সরকার ও সংগঠন উভয়কেই মনে রাখতে হবে যে তারা বা তাদের প্রতিনিধি দল পরিবর্তনশীল, তবে তাদের পদক্ষেপ, পরিকল্পনা ও প্রণীত নীতিসহায়তাগুলো দীর্ঘমেয়াদি, বাস্তবসম্মত ও লক্ষ্যভিত্তিক হতে হবে। এর সঠিক প্রয়োগ পোশাক কারখানা বন্ধের সংখ্যা বাড়াতে বা কমাতেও পারে।

একটি মাত্রায় কারখানা বন্ধ হবেই, কারণ এটি শুধু বাণিজ্যিক ক্ষতি বা লাভের ওপর নির্ভর করে না; রাজনৈতিক, মালিকের কৌশলগত ও প্রশাসনিক কারণও থাকতে পারে। তবে যদি কোনো কারখানা সঠিক নীতি ও সহায়তার অভাবে বন্ধ হয়, তা দুঃখজনক। সুতরাং এসব ক্ষেত্রে খতিয়ে দেখা উচিত—কারখানাগুলো কি সঠিক পরিচর্যা ও সহায়তার অভাবে বন্ধ হচ্ছে

প্রায় দেখা যায় সরকার এবং ইন্ডাস্ট্রিসংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলো বিপরীতমুখী অবস্থান নেয়। সরকার মনে করে তাদের পদক্ষেপ সঠিক এবং বাস্তবসম্মত; পক্ষান্তরে ইন্ডাস্ট্রি মনে করে তাদের কাঙ্ক্ষিত চাহিদা অনুযায়ী নীতিমালা প্রণয়ন বা বাস্তবায়ন হচ্ছে না। সত্যিকার অর্থে এ দুই পক্ষের আশা এবং বাস্তবায়নের সম্পূর্ণ মিল কখনই শতভাগ হবে না। কারণ সরকার সামগ্রিক অর্থনীতি ও দেশের স্বার্থ বিবেচনায় সিদ্ধান্ত নেয়, আর ইন্ডাস্ট্রি চাইবে তাদের বাণিজ্যিক লক্ষ্য পূরণের জন্য যত বেশি সহযোগিতা পাওয়া যায়। মূল বিষয় হলো, দুই পক্ষকেই এমন একটি যৌথ অবস্থানে আসতে হবে যেখানে দেশ, অর্থনীতি, সেক্টর এবং সংশ্লিষ্ট সব জনগণ উপকৃত হয়; এটি হতে পারে শ্রমিক বা মালিক উভয়ের জন্য।

দেশের অনেক শিল্প-কারখানা বন্ধ হচ্ছে, এটি অস্বীকার করার উপায় নেই। আবার নতুন কারখানাও আসছে এবং পুরনোগুলো যারা ভালো করছে তারা তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়াচ্ছে। তবে সমস্যার মূল হলো, কারখানা কেন বন্ধ হচ্ছে এবং কী করা সম্ভব যাতে বন্ধের হার ন্যূনতম হয়। একই সঙ্গে নতুন কারখানাগুলো বাজারে এলে তারা সত্যিকারের অর্থনীতি ও সেক্টরের উপকারে কতটা কাজ করছে তা খতিয়ে দেখা জরুরি।

একটি মাত্রায় কারখানা বন্ধ হবেই, কারণ এটি শুধু বাণিজ্যিক ক্ষতি বা লাভের ওপর নির্ভর করে না; রাজনৈতিক, মালিকের কৌশলগত ও প্রশাসনিক কারণও থাকতে পারে। তবে যদি কোনো কারখানা সঠিক নীতি

কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের সুযোগ তৈরি হবে। তবে নতুন কারখানাগুলো কি দেশের সেক্টরের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য অনুযায়ী আসছে, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। বাংলাদেশের পোশাক শিল্প প্রাথমিকভাবে সস্তা শ্রমের ওপর ভিত্তি করেছিল, কিন্তু আজকের বাজারে শুধুই এটি যথেষ্ট নয়। খরচ বৃদ্ধি ও বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হলে পণ্যের বৈচিত্র্য, নতুন উদ্ভাবন, বাজার সম্প্রসারণ এবং পশ্চাৎ শিল্পের উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

বর্তমান তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে অধিকাংশ নতুন কারখানা প্রথাগত পণ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ, যা দেশের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য পূরণে সহায়ক নয়। অপরিকল্পিতভাবে বাজারে আসার ফলে অতি প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয় এবং ক্রেতারা সঠিক মূল্য দিতে ব্যর্থ হন। এতে কারখানাগুলো আর্থিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। অন্যদিকে যারা বৈচিত্র্যকরণ ও ভবিষ্যৎ চাহিদার সঙ্গে মিল রেখে কার্যক্রম চালাচ্ছেন, তাদের টিকে থাকার হার বেশি এবং সেক্টরের জন্যও উপকারী। সরকার ও বেসরকারি সংগঠনগুলো নতুন লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে তদারকি করতে পারে এবং উদ্যোক্তাদের সঠিক পরিকল্পনা করতে সাহায্য করতে পারে।

বাংলাদেশে পোশাক শিল্প এরই মধ্যে প্রায় ৪৫ বছরের পরিপক্ব শিল্প। তাই আমাদের এখন সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে কারখানার গুণগত মান নিশ্চিতকরণে, সংখ্যার পরিবর্তে। নতুন লাইসেন্স দেয়ার আগে উদ্যোক্তা এবং ব্যবস্থাপনা টিমকে যথাযথ প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রস্তুত করা উচিত। এমনকি যদি কারখানা আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেশন না রাখে, তার পরিচালনা, উৎপাদন পদ্ধতি এবং ব্যবস্থাপনা দক্ষতা যথাযথ হতে হবে। এটি শুধু কারখানার টিকে থাকার সম্ভাবনা বাড়াবে না, বরং দেশের পোশাক শিল্পকে আরো স্থায়ী ও প্রতিযোগিতামূলক করবে।

অতএব বিশ্ববাজারে চাহিদা হ্রাস, ক্রেতাদের কৌশল পরিবর্তন এবং সার্কুলার ইকোনমি ও স্থায়িত্বের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় আমাদের প্রয়োজন একটি কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা। সরকার এবং শিল্প সংগঠনগুলোর যৌথ উদ্যোগে একটি 'ইন্ডাস্ট্রি হেলথ মনিটরিং সেল' গঠন করা যেতে পারে, যা নিয়মিতভাবে কারখানার অবস্থা, ঝুঁকি, সুযোগ এবং প্রয়োজনীয় নীতিসহায়তার দিকগুলো পর্যবেক্ষণ করবে।

সবশেষে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প যদি টিকে থাকতে এবং ভবিষ্যতের প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যেতে চায় তবে নীতি, পরিকল্পনা ও বাস্তবতার সমন্বয়ে এগোতে হবে। প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ, আর্থিক সহায়তা এবং পরিবেশগত মানদণ্ডের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে একটিই লক্ষ্য সামনে রাখতে হবে—দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং টেকসই উন্নয়ন।

মো. মহিউদ্দিন রুবেল : বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সাবেক পরিচালক এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ অ্যাপারেল এক্সচেঞ্জ লি.

The Financial Express 17 NOV 2025

LALDIA TERMINAL DEAL TODAY WITH FOREIGN LESSEE

New shipping hub to spur BD export growth

Global CEO of APM paints such prospects in talk with FE

SYFUL ISLAM

A new shipping hub in sight at the Laldia Container Terminal (LCT) will help debottleneck Bangladesh's export growth and lower import costs, resulting in a trade boost, says the global chief executive of the foreign lessee.

"It's going to create a port that can go from the current size of about 3000-TEU ships to double that. And what we know when we double the size of the ships, the slot cost goes down, (and) the efficiency goes up," says Keith Svendsen, Global CEO of APM Terminals.

"And it would really help create much more flow and efficiency in the ocean part of the transport sector," says Mr Svendsen in an exclusive interview with The Financial Express, ahead of deal signing.

The Chittagong Port Authority (CPA) and the APM Terminals will sign today concession agreement in Dhaka to build and operate the new deep-sea shipping facility off the Chittagong seaport.

As already agreed, the company will build and operate the LCT by investing some $550 million as foreign direct investment.

> “We're excited about Bangladesh's future as a country, says Svendsen, explaining reasons for selecting BD for $550m investment

The Netherlands-based major port giant will operate the LCT terminal for a period of 30 years, which can be extended up to 15 more years. The LCT will be fully designed, financed, built, and operated by the investors - a first-of-its-kind model for Bangladesh's port infrastructure.

"We are very proud of this $550 million investment in Bangladesh and the reason why we're excited about it is primarily because we're excited about Bangladesh's future as a country," says Mr Svendsen, explaining the reasons for selecting Bangladesh for the investment.

Keith Svendsen

"And as an economy, there are a lot of big exporters in the world within the garment segment and other segments that are big customers of ours and for many years there has been a wish to see if we could help modernise the logistics sector in Bangladesh," he adds.

Mr Svendsen thinks Bangladesh needs modern ports and more draft for the ship to cater growing external trade.

Bangladesh's economy is going to be much bigger and resilient which will produce more trade and therefore more transport is needed.

Asked what local value addition APM Terminals will bring, Mr Svendsen replies: "There will be no difference in how we operate the container terminal in Laldia than how we operate any of the other 60-plus terminals that we operate around the world.

"So the standards for how we deal with the work are the same. I hope we can create some really good jobs. I hope we can really help generating quality, modern jobs in a safe and respectful environment."

The head of APM Terminals notes that when new ports come, they create two types of benefits for local community. "One thing is in the direct employment and the other one is in the social economic benefits in general of secondary jobs. And just generally higher standards for how a modern port can work because it's designed the right way from the beginning."

On environmentally sustainability of the terminal, Mr Svendsen says APM Terminals has made a global commitment to be net zero by 2040. And in the case of this project, the commitment is same.

"The LCT will be designed and operated in accordance with internationally recognised safety and environmental standards, ensuring a secure, efficient, and reliable working environment."

It will engage electrified cargo-handling equipment, install solar power on terminal structures, and shore power-ready systems enabling vessels to plug into the grid. These measures will reduce greenhouse gas emissions, and noise and air pollution, benefiting employees, nearby communities and the environment.

Mr Svendsen says the firm always wants to be a common-user facility and this is going to be no different in case of Bangladesh. He remarked in reply to a query whether the LCT will cater only the cargoes of Maersk Line, the parent company of the APM Terminals, or provide service to other shipping companies as well.

He says the LCT may double the current 3,000-TEU limitation of ships that the existing terminals of Chittagong port can handle now.

The company is very good in operating terminals in efficient manner. "You know, 10 out of the 20 most efficient ports in the world have terminals that we operate. So our focus will really be to increase the turnaround time of these ships so they can get their products to the market as fast as possible," he concludes.

syful-islam@outlook.com

ঢাকা।

17 NOV 2025 The Financial Express

ALLEGATIONS OF BONDED-WAREHOUSE MISUSE GALORE

Automated bond utilisation permission mandatory for export industries

Business leaders at meet with NBR demand list of bond-misuse offenders

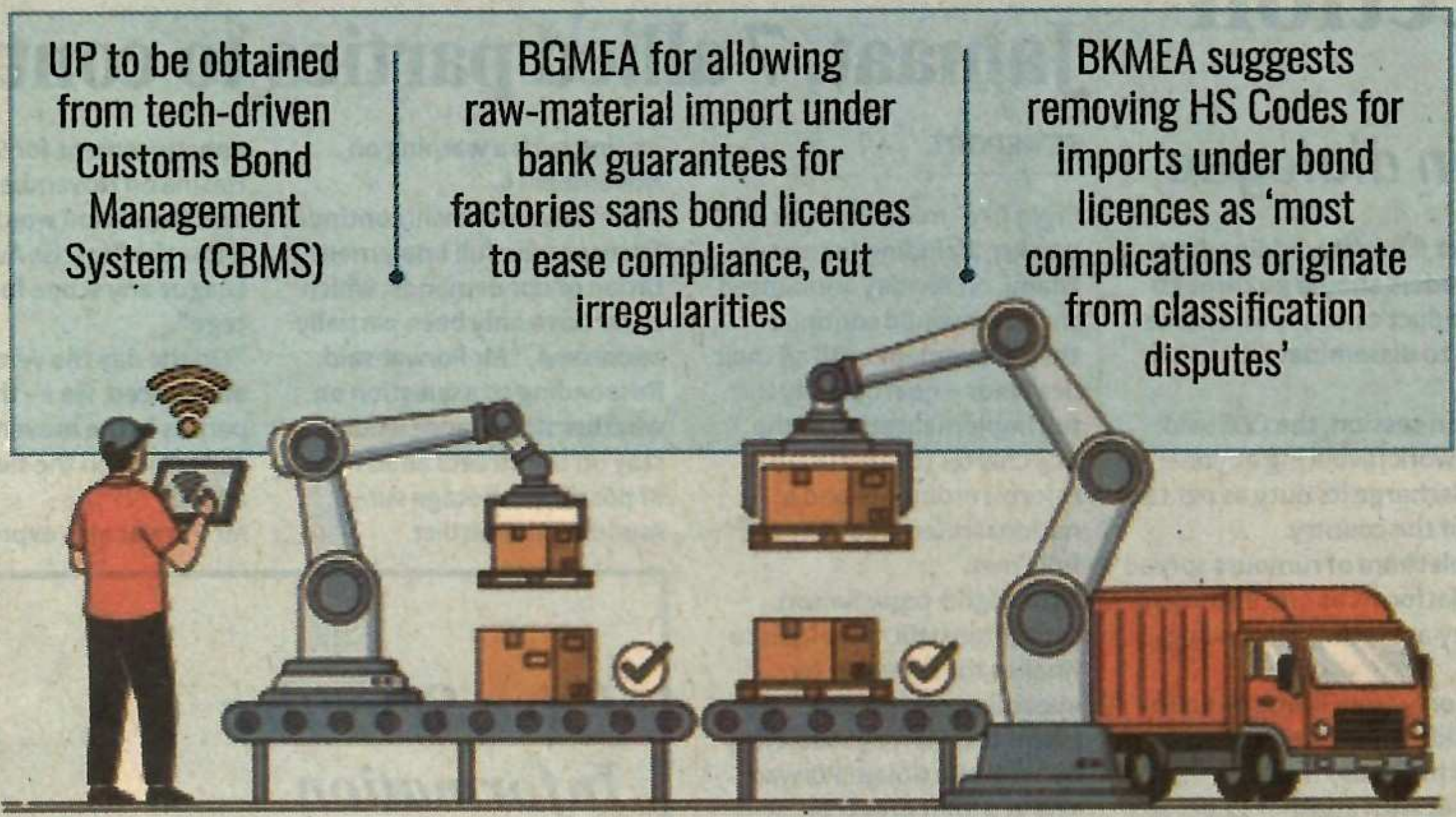

FE REPORT

Using automated system is made mandatory for issuing utilisation permission (UP) for export-oriented industries from December 1, as allegations of misuse of duty-free facility galore.

The National Board of Revenue (NBR) announced the decision Sunday, after a meeting with leaders of the country's business bodies.

The UP would have to be obtained from the Customs Bond Management System (CBMS) developed to modernize, ensure transparency, and make the country's bond-management system technology-driven.

The NBR launched the automated software January 1, 2025. However, the response from the exporters was not inspiring in the last 10 months to obtain automated UP, says a press statement issued by the NBR.

"Most institutions are still taking UP through manual procedures, and only a limited number are using the online system," the firman reads.

To ensure fast and transparent service delivery to bonded entities, representatives from leading organizations of the garment, knitwear, accessories, textile, and leather-goods sectors expressed unanimous agreement Sunday at a 'Meet the Business' dialogue with the revenue board.

The consensus comes from Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), Bangladesh Garment Accessories and Packaging Manufacturers and Exporters Association (BGAPMEA), Bangladesh Textile Mills Association (BTMA), and Leathergoods And Footwear Manufacturers and Exporters Association of Bangladesh (LFMEAB).

Talking to the FE, BKMEA President Md Hatem hails the decision to

"We expect end of underhand dealings after the CBMS use made mandatory," he says.

Currently, the bonded-warehouse licence-holding entities are receiving online services through 24 modules of this software operated by three Customs Bond Commissionerates under the NBR.

The licensed export-oriented industries import raw materials duty-free by obtaining UP from the relevant Customs Bond Commissionerate in accordance with the coefficients approved by the Duty-Exemption and Drawback Office.

The NBR expects faster, more transparent and more accountable service delivery after CBMS made mandatory.

It's easier, more time-saving, and cost-effective service access for bonded entities.

The CBMS has automated and transparent recordkeeping due to inputting raw material input and output data into the software.

The revenue board hopes the system would significantly reduce disputes related to bond operations.

By making the automated CBMS system mandatory for bonded- warehouse management with the goal of creating an investment-friendly environment and strengthening the country's economy, NBR's digitization initiatives take another step forward.

The government's revenue authority remains committed to gradually bringing all revenue-related activities under full automation to ensure transparency and accountability.

"As the use of the software has not been mandatory, its utilisation has not reached th

offenders

System (CBMS)

to ease compliance, cut irregularities

complications originate from classification disputes'

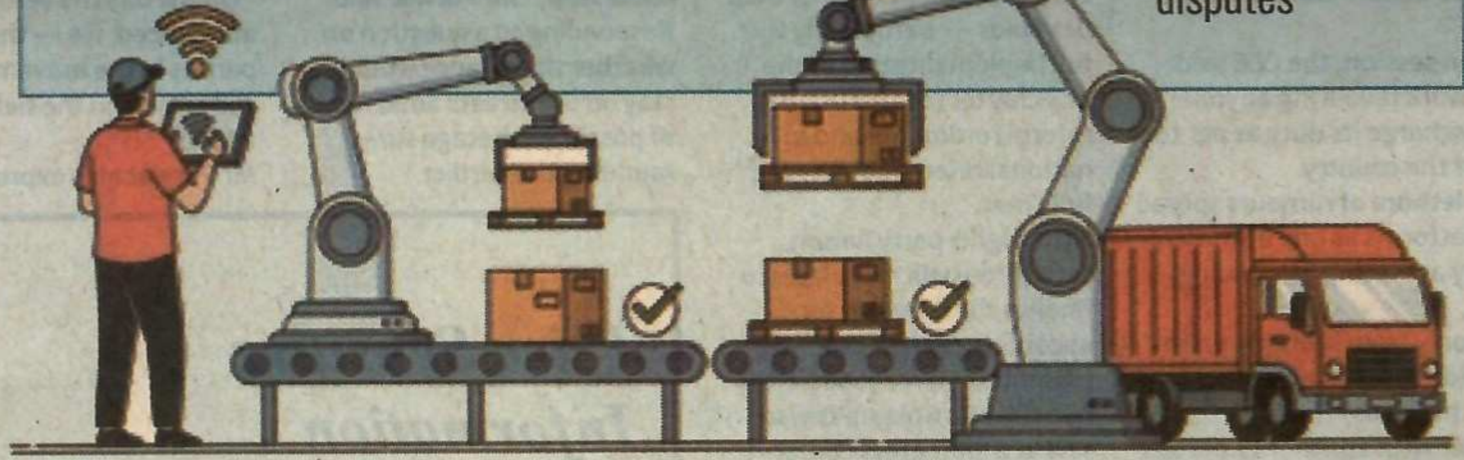

FE REPORT

Using automated system is made mandatory for issuing utilisation permission (UP) for export-oriented industries from December 1, as allegations of misuse of duty-free facility galore.

The National Board of Revenue (NBR) announced the decision Sunday, after a meeting with leaders of the country's business bodies.

The UP would have to be obtained from the Customs Bond Management System (CBMS) developed to modernize, ensure transparency, and make the country's bond-management system technology-driven.

The NBR launched the automated software January 1, 2025. However, the response from the exporters was not inspiring in the last 10 months to obtain automated UP, says a press statement issued by the NBR.

"Most institutions are still taking UP through manual procedures, and only a limited number are using the online system," the firman reads.

To ensure fast and transparent service delivery to bonded entities, representatives from leading organizations of the garment, knitwear, accessories, textile, and leather-goods sectors expressed unanimous agreement Sunday at a 'Meet the Business' dialogue with the revenue board.

The consensus comes from Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), Bangladesh Garment Accessories and Packaging Manufacturers and Exporters Association (BGAPMEA), Bangladesh Textile Mills Association (BTMA), and Leathergoods And Footwear Manufacturers and Exporters Association of Bangladesh (LFMEAB).

Talking to the FE, BKMEA President Md Hatem hails the decision to

"We expect end of underhand dealings after the CBMS use made mandatory," he says.

Currently, the bonded-warehouse licence-holding entities are receiving online services through 24 modules of this software operated by three Customs Bond Commissionerates under the NBR.

The licensed export-oriented industries import raw materials duty-free by obtaining UP from the relevant Customs Bond Commissionerate in accordance with the coefficients approved by the Duty-Exemption and Drawback Office.

The NBR expects faster, more transparent and more accountable service delivery after CBMS made mandatory. It's easier, more time-saving, and cost-effective service access for bonded entities.

The CBMS has automated and transparent recordkeeping due to inputting raw material input and output data into the software.

The revenue board hopes the system would significantly reduce disputes related to bond operations.

By making the automated CBMS system mandatory for bonded- warehouse management with the goal of creating an investment-friendly environment and strengthening the country's economy, NBR's digitization initiatives take another step forward.

The government's revenue authority remains committed to gradually bringing all revenue-related activities under full automation to ensure transparency and accountability.

"As the use of the software has not been mandatory, its utilisation has not reached the expected level even after 10 months. Based on user feedback, necessary improvements and modifications have been made to make the CBMS system more user-friendly."

In the discussion, a proposal was unanimously adopted to make the use of CBMS mandatory for obtaining and providing all UP-related services as soon as possible, preferably from December 1, 2025. The NBR will soon issue an official directive in this regard.

The Financial Express

1 7 NOV 2025

Business leaders attending the meet urged the national board of revenue to disclose list of bond-misuse offenders and make sure their exemplary punishment.

They mentioned that honest businesses are not to take responsibility for such deceptive acts.

The meet-the-business dialogue was held at the NBR headquarters in Dhaka with NBR Chairman Md Abdur Rahman Khan in the chair.

President BGMEA Mahmud Hasan Khan urged the revenue board to identify garment exporters accused of abusing the bonded-warehouse facility, saying that the industry should not be held accountable for violations committed by a small group.

"Tell us specifically which of our members are misusing the bond facility. If any BGMEA member is found involved, we will halt all services to them. We have already warned 22 of our factories. We will not accept the entire industry being blamed for the actions of a few," he said.

Mahmud Hasan said allowing raw-material import under bank guarantees for factories without bond licences could ease compliance and reduce irregularities.

"If this system is implemented properly, at least 200 of our members will surrender their bond licences. Many want to avoid the complexities of maintaining a licence. If imports can be done with a bank guarantee, many will simply opt out," he notes.

He welcomes the government plan to place the authority for granting tax exemptions under parliament.

"This power should no longer rest with the NBR Chairman or the Finance Adviser. We support this move. At the same time, any withdrawal of existing facilities must also go through parliament. Sudden cancellations through SROs should end."

The BGMEA chief reaffirms the industry's support for digitisation. "We are strongly in favour of automation. Without it, corruption will not stop. It must happen - and soon."

The BKMEA president, Mohammad Hatem, also called for exemplary punishment of those misusing the bond facility.

"Bond abusers never face consequences because they manage to influence everyone. Meanwhile, genuine businesses are harassed. Bring the offenders into the public eye - publish their photos in newspapers," he urges.

He further suggests removing HS Codes for imports under bond licences, arguing that most complications originate from classification disputes. "Minor errors lead to accusations of false declarations and heavy penalties. Resolving HS Code-related issues will make import and export processes far smoother."

Hatem also notes that frequent transfers of customs and revenue officials delay file processing and that small factories face difficulties in securing bank guarantees. He calls for special consideration for smaller units.

Bangladesh Garments Accessories and Packaging Manufacturers and Exporters Association President Md Shahriar told the meet nearly 300 accessories manufacturers are facing cases worth BDT 5,000 million for a lack of facilities for certain raw materials.

However, there were no matters of revenue dodging. This has forced them to procure these materials from the local market, paying VAT, despite the legal issues that have arisen.

He urges the NBR Chairman to intervene and resolve the matter.

The NBR Chairman, Abdur Rahman Khan, said the list of bond-licence abusers could not be disclosed but assured that the entire bond system would be automated shortly.

"No bond-related work will be done manually in future."

He announced at the NBR-business meet that the use of the Customs Bond Management System will be made mandatory for issuing utilisation permissions.

"We have reached an agreement with businesses on this. A circular will be issued - we will not accept any paper-based submissions. The system will be fully automated, and from 1 December, CBMS use will be compulsory," he states.

doulotakter11@gmail.com

group.

"Tell us specifically which of our members are misusing the bond facility. If any BGMEA member is found involved, we will halt all services to them. We have already warned 22 of our factories. We will not accept the entire industry being blamed for the actions of a few," he said.

Mahmud Hasan said allowing raw-material import under bank guarantees for factories without bond licences could ease compliance and reduce irregularities.

"If this system is implemented properly, at least 200 of our members will surrender their bond licences. Many want to avoid the complexities of maintaining a licence. If imports can be done with a bank guarantee, many will simply opt out," he notes.

He welcomes the government plan to place the authority for granting tax exemptions under parliament.

"This power should no longer rest with the NBR Chairman or the Finance Adviser. We support this move. At the same time, any withdrawal of existing facilities must also go through parliament. Sudden cancellations through SROs should end."

The BGMEA chief reaffirms the industry's support for digitisation. "We are strongly in favour of automation. Without it, corruption will not stop. It must happen - and soon."

The BKMEA president, Mohammad Hatem, also called for exemplary punishment of those misusing the bond facility.

"Bond abusers never face consequences because they manage to influence everyone. Meanwhile, genuine businesses are harassed. Bring the offenders into the public eye - publish their photos in newspapers," he urges.

He further suggests removing HS Codes for imports under bond licences, arguing that most complications originate from classification disputes. "Minor errors lead to accusations of false declarations and heavy penalties. Resolving HS Code-related issues will make import and export processes far smoother."

Hatem also notes that frequent transfers of customs and revenue officials delay file processing and that small factories face difficulties in securing bank guarantees. He calls for special consideration for smaller units.

Bangladesh Garments Accessories and Packaging Manufacturers and Exporters Association President Md Shahriar told the meet nearly 300 accessories manufacturers are facing cases worth BDT 5,000 million for a lack of facilities for certain raw materials.

However, there were no matters of revenue dodging. This has forced them to procure these materials from the local market, paying VAT, despite the legal issues that have arisen.

He urges the NBR Chairman to intervene and resolve the matter.

The NBR Chairman, Abdur Rahman Khan, said the list of bond-licence abusers could not be disclosed but assured that the entire bond system would be automated shortly.

"No bond-related work will be done manually in future."

He announced at the NBR-business meet that the use of the Customs Bond Management System will be made mandatory for issuing utilisation permissions.

"We have reached an agreement with businesses on this. A circular will be issued - we will not accept any paper-based submissions. The system will be fully automated, and from 1 December, CBMS use will be compulsory," he states.

doulotakter11@gmail.com
newsmanjasi@gmail.com

The Business Standard

17 NOV 2025

Punish bond misusers, not genuine exporters: Exporters urge NBR

Give visible punishment to at least one misuser. Because of them, genuine traders are being troubled. We also want to know who is misusing the bond facility.

•••••

MOHAMMAD HATEM
PRESIDENT OF BKMEA

NBR – BANGLADESH

TBS REPORT

Exporters in Bangladesh's ready-made garment (RMG) sector have urged the National Board of Revenue (NBR) to punish those who misuse duty-free bond facilities, instead of harassing genuine traders for minor mistakes.

They made the call at the 'Meet the Business' event organised by the NBR at the Revenue Building in Agargaon yesterday, where business leaders directly discussed their concerns with officials. I SEE PAGE 4 COL 2

CONTINUED FROM PAGE 1

Mohammad Hatem, president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), said, "Those who misuse the bond facility never face problems. Their consignments are cleared quickly because they manage everything beforehand. But real exporters face unnecessary harassment."

He added, "Give visible punishment to at least one misuser. Because of them, genuine traders are being troubled. We also want to know who is misusing the bond facility."

Mahmud Hasan Khan Babu, president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), warned, "We are concerned that tomorrow we may see news claiming widespread misuse of bonds. Don't make the entire business community responsible for a few misusers. Identify the culprits clearly."

The "Meet the Business" initiative was launched to allow NBR officials to hear directly from traders across sectors and find solutions to their problems. During the meeting, NBR Chairman Abdur Rahman Khan answered questions from exporters and outlined steps to address issues immediately.

Business leaders welcomed the NBR's initiatives but noted that field-level problems persist.

Mohammad Hatem cited a recent incident at Custom House, Chattogram where an exporter was cheated by a buyer after shipment, and it took four months to get customs approval to clear goods from Singapore, leading to a Tk48 lakh port demurrage.

He also highlighted a case where a minor violation of Free of Cost (FOC) raw material rules led to severe penalties, raising concerns about potential factory closures and workers losing jobs.

On the future of bond services, NBR Chairman Abdur Rahman Khan announced that all bond-related activities will be mandatory online from the first week of December, ending manual processing.

He stressed that compliant traders should not be blamed and confirmed that the NBR has begun identifying those misusing the bond facilities, promising transparency in the coming days.

The Business Standard

17 NOV 2025

Garment exports to India drop 5.26% amid bilateral strains

EXPORT - BANGLADESH

TBS REPORT

Bangladesh's ready-made garment (RMG) exports to India have declined in the first four months of the 2025-26 fiscal year, reflecting growing political tensions between the neighbouring countries.

According to the Export Promotion Bureau (EPB), Bangladesh shipped garments worth $26.58 million to India between July and October, down 5.26% from $27.99 million during the same period last year.

Mohammad Hatem, president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), told The Business Standard that one of the main reasons for export drop is the continuing political tension between I SEE PAGE 4 COL 6

our countries. Globally, the market is also not very strong at the moment."

The slowdown is not limited to India. In 16 emerging or non-traditional markets, Bangladesh's exports fell by roughly 2.7% during the same four-month period. These non-traditional markets include Australia, South Korea, Mexico, New Zealand, Russia, and Turkey.

However, several countries saw export growth. Shipments to Brazil, China, Japan, Malaysia, Saudi Arabia, South Africa, and the UAE increased over the period. The US, Bangladesh's largest single-country market, recorded a more than 5% rise, with exports reaching $2.59 billion from $2.46 billion a year earlier.

The UK, the country's second-largest RMG market, saw exports rise by 2.72%, while exports to Canada jumped 11%. Despite this, the European Union – Bangladesh's largest market collectively – saw only a marginal 0.48% increase.

Bangladesh's overall RMG exports rose 1.4% over the first four months of the financial year, but the trend over the past three months shows a persistent decline, particularly in key European markets.

Hatem said the EU slowdown is due to growing competition from India and China. "After the US imposed higher tariffs on Indian and Chinese garments compared with Bangladesh, they are trying to sell more in the European market."

The Daily Star
17 NOV 2025

Garment exports to US rise 5% in Jul-Oct

REFAYET ULLAH MIRDHA

Garment exports to the USA, the country's largest single export destination, increased by 5.14 percent to $2.59 billion during July-October, despite facing a 20 percent reciprocal tariff imposed by the US under President Donald Trump's administration.

The USA accounted for 19.92 percent of Bangladesh's total garment exports during this period, according to data from the Export Promotion Bureau (EPB) compiled by the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA).

IPDC ডিপোজিট | ১৬৫১৯

Local exporters face a 35.5 percent duty on shipments to the USA, which includes the 20 percent reciprocal tariff and the previous 15.5 percent Most Favoured Nation (MFN) tariff.

Bangladesh's 20 percent reciprocal tariff rate gave local exporters a competitive advantage over other garment-exporting nations, which face slightly higher tariffs.

Ramzul Seraj, managing director of Elite Group, said that although his company's shipments to the USA were slow in August and October, the inflow of work orders from US-bound retailers and brands started increasing in November.

"The uncertainty is over now, as the tariff rate for Bangladesh is fixed lower compared with a few other countries. I hope the inflow of work orders from US buyers will also increase in the near future," Seraj told The Daily Star over the phone.

Former BGMEA president Anwar-Ul-Alam Chowdhury (Parvez) said exports picked up slightly in October as US buyers received previously held-up work orders from Bangladesh due to reciprocal tariff negotiations.

He added that exports of garments to the USA depend on many factors, as sales of garment items to the US have also declined slightly.

Moreover, the lowering of tariffs by the Trump administration on Malaysia, Thailand, and Cambodia could affect Bangladesh's shipments to the American market in

Export earnings from the EU stood at $6.26 billion, registering year-on-year growth of 0.46 percent.

Exports to Canada and the United Kingdom also showed positive momentum. Exports to Canada reached $442.27 million, up 10.84 percent year-on-year, giving the country a 3.4 percent share of Bangladeshi garment exports.

Apparel exports to the UK were $1.53 billion, growing 2.72 percent year-on-year, with an 11.81 percent share.

While traditional markets maintained stable demand, RMG exports to non-traditional (emerging) markets fell by 2.60

Garment exports to US rise 5% in Jul-Oct

REFAYET ULLAH MIRDHA

Garment exports to the USA, the country's largest single export destination, increased by 5.14 percent to $2.59 billion during July-October, despite facing a 20 percent reciprocal tariff imposed by the US under President Donald Trump's administration.

The USA accounted for 19.92 percent of Bangladesh's total garment exports during this period, according to data from the Export Promotion Bureau (EPB) compiled by the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA).

IPDC ডিপোজিট | ১৬৫১৯

Local exporters face a 35.5 percent duty on shipments to the USA, which includes the 20 percent reciprocal tariff and the previous 15.5 percent Most Favoured Nation (MFN) tariff.

Bangladesh's 20 percent reciprocal tariff rate gave local exporters a competitive advantage over other garment-exporting nations, which face slightly higher tariffs.

Ramzul Seraj, managing director of Elite Group, said that although his company's shipments to the USA were slow in August and October, the inflow of work orders from US-bound retailers and brands started increasing in November.

"The uncertainty is over now, as the tariff rate for Bangladesh is fixed lower compared with a few other countries. I hope the inflow of work orders from US buyers will also increase in the near future," Seraj told The Daily Star over the phone.

Former BGMEA president Anwar-Ul-Alam Chowdhury (Parvez) said exports picked up slightly in October as US buyers received previously held-up work orders from Bangladesh due to reciprocal tariff negotiations.

He added that exports of garments to the USA depend on many factors, as sales of garment items to the US have also declined slightly.

Moreover, the lowering of tariffs by the Trump administration on Malaysia, Thailand, and Cambodia could affect Bangladesh's shipments to the American market in the near future.

Apart from the USA, the European Union (EU) remains Bangladesh's largest export destination for RMG, accounting for 48.17 percent of total exports in this category.

Export earnings from the EU stood at $6.26 billion, registering year-on-year growth of 0.46 percent.

Exports to Canada and the United Kingdom also showed positive momentum. Exports to Canada reached $442.27 million, up 10.84 percent year-on-year, giving the country a 3.4 percent share of Bangladeshi garment exports.

Apparel exports to the UK were $1.53 billion, growing 2.72 percent year-on-year, with an 11.81 percent share.

While traditional markets maintained stable demand, RMG exports to non-traditional (emerging) markets fell by 2.69 percent during the period.

The knitwear segment grew modestly by 0.42 percent, showing stable performance, while the woven segment performed better with a 2.66 percent increase in exports.